বাংলাদেশ বোটানিক্যাল সোসাইটির বার্ষিক সম্মেলন ২০১৫
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রদত্ত মহাসচিব এর বক্তব্য

বাংলাদেশ বোটানিক্যাল সোসাইটি কৃর্তক আয়োজিত আজকের এ অনুষ্ঠানের সভাপতি বাংলাদেশ বোটানিক্যাল সোসাইটি-এর প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ড. সৈয়দ হাদিউজ্জামান, এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় কৃষি মন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এপপি, বিশেষ অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় নারী ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি এমপি, জাহঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য প্রফেসর ড. ফারজানা ইসলাম, মঞ্চে উপবিষ্ট সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, উদ্ভিদবিজ্ঞানী বৃন্দ, আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ আসসালামুওয়ালাইকুম, শুভ সকাল।

বাংলাদেশ বোটানিক্যাল সোসাইটি এর জন্মলগ্ন থেকে উদ্ভিদবিজ্ঞান বিষয়ের গুর"ত্ব চারিদিকে ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে আসছে। উন্নতর পাঠদান ও গবেষণার দিকটিকে সর্বদাই প্রাধান্য দিয়ে আসছে। উদ্ভিদের প্রয়োজনীয়তা, রক্ষণাবেক্ষণ, Conservation, Ethnobotanical aspect ইত্যাদি বিষয়ে গণ সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করে যাচ্ছে। সেই সাথে উদ্ভিদবিজ্ঞানীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য চেষ্টা করছে। আজ আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী তিনি একজন প্রাণিবিদ এবং নারী ও শিশু বিষয়ক উপমন্ত্রী যিনি প্রকৃতপক্ষে একজন উদ্ভিদবিজ্ঞানী। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ থেকে কৃতিত্বের সাথে মাস্টার্স ডিগ্রী অর্জন করেছেন। তিন আমার এক বছরের সিনিয়র। আমি আপনাদের সদয় দৃষ্টি আর্কষণ করছি। আজ আমাদের দেশ কৃষিতে সয়ংসম্পুর্ন। Agriculture এর সম্প্রসারণ যুগান্ড়করী। Agriculture আসলে কিসের culture, হয় উদ্ভিদ না হয় প্রাণী। উদ্ভিদ ও প্রানীর সফল Culture না হলে কৃষির উন্নয়ন সম্ভব নয়। উদ্ভিবিজ্ঞানীরা basic research করে থাকেন। উদ্ভিদের ফল ফুল ধারণ, প্রজনন, আলোক সংবেদনশীলতা, হরমোনাল রেসপন্স, জেনেটিক্স, ক্রোমোজনীয় অপেরন ইত্যাদি সকল বিষয়ে উদ্ভিদবিজ্ঞানীরা গবেষণা করে থাকেন। এই গবেষণালব্ধ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে কৃষিতে উন্নতি সাধন করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ কৃষির উন্নতির নেপথ্যে উদ্ভিদবিজ্ঞানীদের অবদান উলে-খযোগ্য। আজ basic research আপেক্ষিকভাবে মূল্যহীন হয়ে পড়েছে। Watson & Crick DNA double helix model আবিস্কারের সময় কি কেউ ভেবেছিল যে এই জ্ঞান পরবর্তীতে Transgenic উদ্ভিদ ও প্রাণী তৈরীতে প্রয়োজন হবে।

দুঃখের বিষয় এই যে কৃষিক্ষেত্রে বা কৃষি সংক্রান্ড় কোন প্রতিষ্ঠানে উদ্ভিদবিজ্ঞানীরা চাকরি পাননা। এমনকি তাদের আবেদন করার সূযোগও থাকে না। অথচ অনেক মেধাবী তর"ন উদ্ভিদবিজ্ঞানী আছেন যারা দেশকে অনেক কিছু দিতে পারবে। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর কথা বলি। এবার সায়েন্সে প্রায় ৭২,০০০ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে মাত্র ১৬৫০ জন ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। এর মধ্যে উদ্ভিদবিজ্ঞান ও প্রনিবিজ্ঞান বিভাগে ১৫০ জন ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবে। অর্থাৎ এরা সকলে যথেষ্ট মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী। কিন্তু এরা কৃষি বিষয়ক কোন Competitive পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ পাইনা। আমি কৃপা চাচ্ছিনা। আমাদের উদ্ভিদ প্রজম্মকে Competition এর সুযোগ দিন। তারা যোগ্য না হলে চাকরি পাবে না। পৃথিবীর সকল কৃষি গবেষণা বা কৃষি সংক্রান্ড় যে কোন প্রতিষ্ঠানে basic research চালিয়ে নিয়ে যাবার জন্য নির্ধারিত পদ থাকে। কারণ basic research ছাড়া আমরা কি apply করবো? আমি মাননীয় মন্ত্রির কাছে বিনীত

অনুরোধ করছি। কৃষির বিভিন্ন শাখায় কোটা ভিত্তিক উদ্ভিদবিজ্ঞানীদের পদ সৃষ্টি করুন। দেখবেন আপনার বলিষ্ট নেতৃত্বে আমাদের দেশ কৃষিতে পরিপূর্ণ হবে।

বাংলাদেশ বোটানিক্যাল সোসাইটি একটি সম্পূর্নরূপে অরাজনৈতিক, অলাভজনক এবং অসাম্প্রদায়িক সংগঠন। এ পর্যন্ড় আমরা কখনো ভোটের মাধ্যমে কার্যকরি পরিষধ গঠণ করি নাই। সর্বদাই সাধারণ সভা থেকে প্রস্ড়াবের মাধ্যমে গঠিত হয়।

আমাদের সোসাইটি কর্তৃক বাংলাদেশ জার্নাল অব বোটানি নামক একটি জার্নাল গোড়া থেকে নিয়মিত প্রকাশ করা হচ্ছে। এই জার্নালটি আমাদের অহংকার। আমাদের Editorial Board এর সদস্যদের অক্লান্ড় পরিশ্রমে জার্নালটি এর Thomson Reuter এর Impact ধরে রাখতে সমর্থ। আপনাদের সামনে জার্নালটি আছে দেখুন জার্নালটিতে অর্ধেকের বেশী বিদেশী বিজ্ঞানীদের গবেষণা প্রবন্ধ ছাপা আছে। এই জার্নালটি আন্ড়র্জাতিক পর্যায়ে খ্যাতি অর্জন করেছে। প্রতিদিনই দেশ-বিদেশ থেকে গবেষণা পত্র আসছে। জার্নালের বর্তমান প্রধান সম্পাদক প্রফেসর মনিরুজ্জামান খন্দকার ও নির্বাহী সম্পাদ প্রফেসর মোঃ আবুল বাসার অতি sincerely সম্পাদনা কার্য পরিচালনা করছে। জার্নালের paper এর আধিক্যের জন্য বৎসরে ২টির পরিবর্তে ৪টি ইস্যু প্রকাশিত হচ্ছে। নিঃসন্দেহে একটি আনন্দের বিষয়। তবে ৪টি সংখ্যা প্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ যোগান দেয়া সোসাইটির পক্ষে কষ্ট সাধ্য হয়। প্রতিটি ইস্যু বের করতে কমপক্ষে ১ লক্ষ টাকার প্রয়োজন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় থেকে আমরা সামান্য অনুদান পাই এবং কিছু subscription এর অর্থ একত্রে করে কোন রকম ২টি ইস্যু বের করা সম্ভব। বাকী ২টি বের করা সত্যিকার অর্থে অসম্ভব হয়ে পড়েছে। জার্নালটির গুনগত মান ও আন্ড়র্জাতিকভাবে বহুল প্রচারিত হওয়ায় আমারা আবার ২টি ইস্যুতে আসতে পারছি না। এই পরিস্থিতিতে আমরা মাননীয় কৃষি মন্ত্রীর সদয় কৃপা কামনা করছি। কৃষি ও উদ্ভিদ অঙ্গাঅঙ্গি ভাবে জড়িত। একটি ছাড়া অপরটি অর্থহীন। তাই জার্নালটি নিয়মিত প্রকাশের জন্য বাৎসরিক মাত্র ২ লক্ষ টাকা অনুদান দিলে বাংলাদেশ বোটানিক্যাল সোসাইটি আপনার কাছে চির কৃতজ্ঞ থাকবে।

মাননীয় মন্ত্রীদ্বয়, আপনাদের কাছে আমাদের অনেক কিছু বলার আছে। স্বল্প সময়ে তা সম্ভব নয়। আমি আপনাদের কাছে বিনীয়ের সাথে কিছু সময় চাচ্ছি। আপনারা যদি সদয় হয়ে আমাদের কিছু সময় দেন তাহলে আমাদের কয়েকজন সিনিয়র শিক্ষক আপনাদের সাথে দেখা করে উদ্ভিদ বিষয়ের সমস্যাগুলি তুলে ধরতে পারতেন। আমি আশা করি আপনাদের বিভিন্ন ব্যস্ড়তার মাঝেও এই অবহেলিত উদ্ভিদ বিয়য়ের কিছুটা সময় দিয়ে বার্ধিত করবেন।

আপনারা অতি ব্যস্ড়। এই ব্যস্ড়তা শর্তেও উদ্ভিদবিজ্ঞানীদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আজ আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়ে আমাদের ধন্য করেছেন। আমরা আশা করি আপনারা সর্বদাই আমাদের পাশে থাকবেন। আপনাদের অনুপ্রেরণা পেলে আমরা আমাদের অভিষ্ট লক্ষে পৌছাতে পারবো। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য বাংলাদেশ বোটানিক্যাল সোসাইটিকে তার বিশ্ববিদ্যালয়ে বার্ষিক সম্মেলন ও সাধারণ সভা করার অনুমতিদানে আমাদের কৃতজ্ঞতাবশে আবদ্ধ করেছেন। বাংলাদেশ বোটানিক্যাল সোসাইটি এর পক্ষ থেকে আমি আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এর উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ এ সম্মেলন সার্থক করতে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছে। আমি বাংলাদেশ বোটানিক্যাল সোসাইটি এর পক্ষ থেকে বিভাগীয় চেয়ারম্যানসহ সকল সহকর্মীকে আন্ড়রিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পরিশেষে আমাকে মঞ্চে উপবিষ্ট হওয়ার নিমন্ত্রন জানানোর জন্য সাংগঠনিক কমিটির সম্পাদক প্রফেসর ফিরোজা হোসেনসহ সকল সদস্যকে আন্ড়রিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আপনারা ভাল থাকুন, সুস্থ থাকুন।
ধন্যবাদ